দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গণযোগাযোগ শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ডঃ জাহানগীর কবির

পটভূমি

কোন বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে অবহিত করানো একটি দুরূহ কাজ। গণযোগাযোগের মূলনীতি ও রীতি-নীতির অনুশীলন চর্চার দক্ষতা ব্যতিরেকে খুব কম যোগাযোগবিদরাই এ পেশায় সাফল্যলাভ করতে পারে। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক অবস্থার জটিলতা, বিষয়-বিশেষজ্ঞতার ব্যাপকতার ফলে সৃষ্ট সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এতই পরিবর্তনশীল যে মানবীয় ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একমাত্র তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেই কোন ঘটনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। সঠিক এবং পূর্বাপর উপলব্ধি ছাড়া কোন ঘটনার বর্ণনা দেয়া ও ব্যাখ্যা করা শুধু যে ভাসা ভাসা এবং অকার্যকরই হয় তাই নয়। একটি গণতান্ত্রিক জাতির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কখনো কখনো তা বিপজ্জনক অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে।

কোন দেশের উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে যুগোপযোগী গণ-যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি কোন ঘটনা ও ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করে ব্যক্ত করতেও গণযোগাযোগের রীতিনীতি ও কৌশলকে আয়ত্ত করারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণযোগাযোগ ফলপ্রসূ গণযোগাযোগ ব্যবস্থা এখন যেকোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত। তদুপরি বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণযোগাযোগ বিষয়টি আন্তঃশিক্ষা-ক্রমের লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নগামী বিশ্বের কতিপয় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেশ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যথা রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও তথ্য বিভাগসমূহে দায়িত্ব পালন ছাড়াও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও পরিদপ্তরগুলোর কার্যক্রমেও শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণযোগাযোগ বিষয়ক পেশাগত জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই বাংলাদেশে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষিত প্রচুর জনশক্তির চাহিদা রয়েছে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

এটা ঠিক যে, কোন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিবিশেষ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ না করেও নিজ বুদ্ধিদীপ্ততার ফলেই শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এ ধরনের সীমিত কিছু ব্যক্তি কোন দেশের গণযোগাযোগ পেশায় নিয়োজিত থাকলেও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত এ পেশায় সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে হলে গণযোগাযোগ শিক্ষা-ক্রমের সম্প্রসারণ করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে গণযোগাযোগ বিষয়টি সর্বপ্রথম বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার কলেজ পর্যায় থেকে শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান জটিলতর অবস্থার নিরিখে, ঘটনাবলীর ফলপ্রসূ বিবরণ প্রদানের জন্যই তখন সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমেরিকার পত্রিকা সাংবাদিকদের প্রয়োজনে ১৮৬৯ সালে তৎকালীন ওয়াশিংটন কলেজের প্রেসিডেন্ট জেনারেল রবার্ট ই, লী মুদ্রাকর-সম্পাদকদের জন্য কলেজ পর্যায়ে একটি বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু করার প্রস্তাব করেন। ভার্জিনিয়ার ঐ কলেজটি বর্তমানে লী ইউনিভার্সিটি নামে খ্যাত। সাংবাদিকতায় সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট ও সংগঠিত উপায়ে কোর্স চালু হয় আমেরিকার পেনসিলভানিয়া ইউনি-ভার্সিটির হোয়ার্টন বিজনেস স্কুলে ১৮৯৩ সালে। ১৯০৪ সাল থেকে আমেরিকার ইলিনয় ও উইসকনসিন ইউনিভার্সিটিতেই সর্বপ্রথম সাংবাদি-কতায় ৪ বছর মেয়াদের কোর্স শুরু হয়। সেই থেকে আমেরিকার প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে।

উপমহাদেশে গণযোগাযোগ শিক্ষা

পৌনে এক শতাব্দীরও আগে গণযোগাযোগের পথিকৃত দেশগুলোতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার তুলনায় বাংলাদেশে গণযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপমহাদেশে ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্ভবত সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। ভারতে স্থায়ী ও নিয়মিতভাবে সাংবাদিকতা শিক্ষাদান শুরু হয় ১৯৪১ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিকতা শিক্ষা হচ্ছে গণযোগাযোগ শিক্ষার একটি অংশমাত্র। সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্ষেত্র অতি সীমিত। গণযোগাযোগের ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনে প্রচলিত সকল ধরনের গণমাধ্যম — যেমন মুদ্রণ মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম, চলচ্চিত্র মাধ্যম ইত্যাদি। বর্তমানে ভারতে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্স চালু রয়েছে। শুধুমাত্র গণযোগাযোগ বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতুল্য একটি ইন্সটিটিউটও রয়েছে ভারতে। এছাড়া ভারতের বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সও চালু রয়েছে। পাকিস্তানেও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে গণযোগাযোগ শিক্ষা

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগত এই বিষয়টির শিক্ষা কার্যক্রমের তেমন কোন উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ হয়নি। ২৮ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মাধ্যমে উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স তুলে দিয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন যাবৎ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও অতি সম্প্রতি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেরীতে হলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত গণযোগাযোগ বিভাগ গণযোগাযোগের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণক্ষেত্রে এতদঞ্চলের মধ্যে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে গণমাধ্যমের সকল যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী সমন্বয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত গণযোগাযোগ বিভাগকে যুগোপযোগীভাবে গড়ে তুলতে পারলেই দেশে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ যোগাযোগ পেশাবিদ তৈরী করা সম্ভবপর হবে।